উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ রেজাউল হাসান

এবং

বিচারপতি জনাব ফাহমিদা কাদের

ফৌজদারী মিস মোকদ্দমা নং-২৩৮৩৭/২০২১

মোছাঃ নাজমা আক্তার

... দরখাস্তকারী-বাদী

-বনাম-

কাছুম আলী এবং অন্যান্য গং

... আসামী-প্রতিপক্ষ।

জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, বিজ্ঞ আইনজীবি

... অভিযোগকারীনী-বাদী পক্ষে

জনাব মোঃ আক্তার হোসেন সঙ্গে

জনাব সৈয়দ আলতাফ হোসেন, বিজ্ঞ আইনজীবিগণ

..... আসামী -প্রতিপক্ষ।

জনাব এ কে এম আমিন উদ্দিন, ডি .এ. জি সঙ্গে

জনাব ডঃ শরীফুজ্জামান মজুমদার সংগ্রাম, এ.এ.জি

. . . . রাষ্ট্র পক্ষ।

শুনানীর তারিখ-১১.০১.২০২৪, ২০.০২.২০২৪ এবং

রায়ের তারিখ-২৭.০২.২০২৪

বিচারপতি জনাব মোঃ রেজাউল হাসান

এই মর্মে প্রতিপক্ষের প্রতি কারণ দর্শাণো পূর্বক রুল জারী করা হয় যে, কেন হবিগঞ্জের নারী-ও-শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল নং ২ কর্তৃক নারী-ও-শিশু নির্যাতন দমন মামলা নং ১৩৩১/২০১৮, যাহা চুনারঘাট পুলিশ স্টেশন মামলা নং ১৬, তারিখ ২১.০৭.২০০৬, করোস্পন্ডিং জি.আর. নং ১৬৪/২০০৬, নারী-ও-শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (২০০৩ সংশোধিত) ৯(১) ধারা থেকে উদ্ভূত, এ প্রদত্ত ২০.০১.২০২১ তারিখের রায় ও সাজার আদেশ রদ ও রহিত করা হবে না এবং অথবা অত্র আদালতের বিবেচনায় ভিন্ন বা অতিরিক্ত যে সকল প্রতিকার দরখাস্তকারী পাইতে পারেন সেরুপ অপরাপর প্রতিকার বা আদেশ কেন দেওয়া হবে না।

২। রুলটি নিস্পত্তি করার জন্য সংক্ষেপে বাদীর মোকাদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, অভিযোগকারী মোছাঃ নাজমা আক্তার, গত ২১/০২/২০০৬ ইং তারিখে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল, হবিগঞ্জে, বিবাদী কাছুম আলীর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ৯(১) ধারায় এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেন যে, বিবাদীর বাড়ী ও তাহার বাড়ী পাশাপাশি থাকার সুবাদে বিবাদী প্রতিনিয়ত

তাহাদের বাড়ীতে আসা যাওয়া করিত। বিবাদীর পিতা সৌদি আরব থাকেন। বিবাদীর পিতা কিছুদিনের মধ্যেই বাড়ীতে আসিয়া বিবাদীকে বিবাহ করাইবেন প্রতিনিয়ত ইত্যাদি আলোচনা করিয়া বিবাদী তাহাকে বিবাহ করিবে এইরুপ ইঙ্গিত দিতে থাকে। এভাবে, বিবাদী আস্তে আস্তে তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিত। তিনি বিবাদীকে ভাল বলিয়া জানিতেন, কারণ সে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করিত। ঘটনার তারিখে বিবাদী বাদীর বসত ঘরে আসিয়া তাহার সঙ্গে বসিয়া কথা বলিতে বলিতে এক পর্যায়ে বাদীকে বিবাহ করিবে প্রকাশ করিয়া ফেলে এবং বিবাহের জিনিসপত্র ও স্বর্ণালংকার ইত্যাদি বিবাদীর পিতা সৌদি আরব হইতে সঙ্গে নিয়া আসিবে এইরুপ মিথ্যা আশ্বাসে বিবাদী বাদীকে প্রলুব্ধ করিয়া ঘটনার তারিখ ও সময়ে বাদীদের বসত ঘরে তাহাকে ধর্ষন করে। ঐ সময়ে বাদীর পিতা-মাতা উক্ত ঘর সংলগ্ন উত্তরের ঘরে টেলিভিশন দেখিতে ছিলেন। এরপর হতে বিবাদী সুযোগ সন্ধানে বাদীর সহিত মিলিত হইয়া যৌন সঙ্গম করিয়া আসিতেছে। সে বাদীনির ভবিষ্যত স্বামী এইরুপ আশ্বাসে বিশ্বাস করায় বাদীনি তাহাকে কোন বাধা প্রদান করেন নাই। সরল বিশ্বাসে বিবাহ করিবার লোভ দেখাইয়া বিবাদী স্বামীরুপী হইয়া বাদীনির সহিত মিলিত হইয়া তাহার যৌন কামনা পরিতৃপ্ত করে। কিছুদিন পরে বাদীনির মাসিক স্রাব বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তিনি বিবাদীকে জানাইলে বিবাদী তাহাকে বলে কোন কোন সময় বিনা কারনে স্রাব অনিয়ম হয়। এভাবে দিন যাইতে থাকিলে বাদীনি তাহার গর্ভে বিবাদীর ঔরষজাত সন্তান অনুভব করিলে তিনি বিবাদীকে বলেন যেন তাহাকে তাড়াতাড়ি শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ করিয়া বিবাদীর ঘরে তুলিয়া নিতে। তখন বিবাদী তাহার পিতা দেশে আসিবার অজুহাতে সময় ক্ষেপন করিলে বাদীনির পেটে বিবাদীর যৌন তৃপ্তির ফসল তাহার ঔরষজাত সন্তান বাদীনির গর্ভে অনুভব করিয়া তাহাকে বলিলে তিনি ঔষধ আনিয়া বাদীনিকে খাইতে বলিলে তিনি তা খাইতে অস্বীকার করেন। তখন হইতে বিবাদী বাদীনির ধরা ছোঁয়া বাহিরে চলিয়া যায় এবং ইতিমধ্যে বিবাদীর পিতা সৌদি আরব হইতে দেশে আসে। তখন বাদিনীর মুরুব্বীয়ানের মাধ্যমে বিস্তারিত বিবাদীর পিতার নিকট জানাইলে বিবাদীর পিতা বাদীনিকে গরীবের সন্তান বলিয়া অবহেলা করিয়া অশ্রাব্য গালাগালি করিয়া তাহার পুত্রের সাফাই গায়। অবশেষে তিনি গত ০৫/১২/২০০৫ ইং তারিখে হবিগঞ্জ সেন্ট্রাল হসপিটাল এন্ড ডায়াগণস্টিক সেন্টারে আসিয়া মহিলা

ও শিশু চর্ম ও যৌন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ প্রাক্তন সহকারী সার্জন, এম, এ, জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট এবং ডাঃ এম.এম. আককাস সাহেবের শরনাপন্ন হইয়া পরীক্ষা করাইয়া নিশ্চিত হন যে, গর্ভে সন্তান আছে। বর্তমানে (মামলা দায়েরকালীন সময়ে) তিনি প্রায় ৬ মাসের অন্তস্বত্বা। তাহার স্বাক্ষী আছে। ডাক্তারী পরীক্ষার কাগজপত্র দাখিল করিয়াছে। বিবাদী প্রলুদ্ধ করিয়া এবং বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করিবার মিথ্যা আশ্বাস দিয়া বিবাদী তাহার সহিত মিশিয়া যৌন ভোগ বিলাস চরিতার্থ করে। বিবাদী ফাঁকি দিবে বুঝিতে পারিলে, তিনি বিবাদীকে কোনভাবেই বিশ্বাস করিতাম না বা মেলা-মেশা করিতেন না। বিবাদী তাহার সর্বনাশ করিয়া এখন লুকাইয়া পলাইয়া থাকে। তিনি আশায় আশায় থাকিয়া অবশেষে সামাজিকভাবে কোন সুরাহা না হওয়ায় অদ্য ১৫.০১.২০০৬ ইং তারিখে নারি ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল, হবিগঞ্জে মামলাটি দাখিল করেন এবং বিজ্ঞ বিচারক উহা এজাহার হিসাবে গ্রহন করে যথাযথ ব্যাবস্হা গ্রহনের জন্য সংশ্লিষ্ট থানাকে নির্দেশ দেন, যা' থেকে উপরোক্ত মামলার উদ্ভব হয়।

৩। অতঃপর পুলিশ উক্ত অভিযোগের বিষয়ে পুঙ্খানু পুঙ্খানু তদন্ত করিয়া আসামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সংঘটনের প্রাথমিক প্রমানাদি প্রাপ্ত হইয়া চুনারুঘাট থানার অভিযোগ পত্র নং ২০৫, তারিখ ৩১.১০.২০০৬, তদসংশ্লিষ্ট জি আর নং ১৬৪/২০০৬, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত /২০০৩) এর ৯(১)/১৩ ধারায় অভিযোগ পত্র দাখিল করেন।

৪। অতঃপর, নথিটি বিচারের জন্য প্রস্তুত হইলে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট, আমলী আদালত নং-৩, হবিগঞ্জ, কর্তৃক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল, হবিগঞ্জে, প্রেরিত হইলে তথায় উহা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন মামলা নং-১৯/২০০৭ হিসাবে নথিভূক্ত হয়। অতঃপর বিজ্ঞ বিচারিক আদালত ০১.০২.২০০৭ তারিখে মামলার গ্রহনযোগ্যতার বিষয় শুনানী করিয়া মামলাটি আমলে নেন।

৫। তদঅন্তে, অভিযোগপত্রের সহিত সংযুক্ত স্বাক্ষ্য প্রমানাদি পর্যালোচনা করিয়া বিজ্ঞ বিচারিক আদালত ১৯.০৩.২০০৯ ইং তারিখে আসামীর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (সংশোধিত/২০০৩) ৯ (১) ধারায় অভিযোগ গঠন করেন। অভিযোগটি আসামীকে পড়িয়া শুনাইলে তিনি নিজেকে নির্দোষ দাবী করেন এবং বিচার প্রার্থনা করেন।

৬। এক পর্যায়ে মামলাটি উক্ত ট্রাইবুনাল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন মামলা নং-১৩৩১/১৮ হিসেবে পূনঃ নাম্বার প্রাপ্ত হয়ে ৪ জন স্বাক্ষীর স্বাক্ষ্য গ্রহন সমাপ্ত হয় এবং ১৭.০১.২০২১ ইং তারিখে ফৌজদারী কার্য বিধির ৩৪২ ধারা মোতাবেক আসামী পক্ষের স্বাক্ষ্য প্রদানের জন্য ধার্য্য থাকে। আত্মপক্ষ সমার্থনে কোন সাক্ষ্য প্রদান করিবেন কি না আসামীকে জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন সাক্ষ্য প্রদান করিবেন না বলিয়া ট্রাইবুনালের নিকট অবহিত করেন।

৭। অতঃপর, ২০.০১.২০২১ ইং তারিখে মামলাটি যুক্তিতর্ক শুনানী ও রায়ের জন্য ধার্য্য থাকে এবং একই দিনে ট্রাইবুনালের বিচারক তর্কিত রায় ও আদেশমূলে মামলাটি খারিজএমে আসামীকে বেকসুর খালাস প্রদান করেন। বাদী-দরখাস্তকারী ট্রাইবুনালের উক্ত রায় ও আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হলেও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে ২০০০ এর ১৮ ধারার বিধান অনুযায়ী ষাট দিনের মধ্যে তথা বিশেষ তামাদি সীমার মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করিতে না পারায় অন্যেন্যপায় হয়ে ফৌজদারী কার্য বিধি, ১৮৯৮ এর ৫৬১এ ধারায় এই দরখাস্ত করেন এবং এদপ্রেক্ষিতে অত্র রুলটি জারী করা হয়।

৮। বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম বাদী-দরখাস্তকারীর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রথমেই যুক্তি প্রদান করেন যে, আসামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণের মত পর্যাপ্ত স্বাক্ষী-প্রমাণ থাকা স্বত্ত্বেও সেগুলি বিবেচনায় না নিয়ে ট্রাইবুনাল আামীকে বেকসুর খালাস দিয়ে তর্কিত রায় ও আদেশ প্রদান করেন, যাহা সম্পূর্ণ বেআইনি। নথীতে সামীলকৃত উপকরণনাদির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ বিজ্ঞ আইনজীবি আরো যুক্তি প্রদান করেন যে, ট্রাইবুনালের বিজ্ঞ বিচারক স্বাক্ষ্য প্রমানাদি পর্যালোচনায় মারাত্মক ভ্রমে পতিত হয়েছিলেন এবং তিনি ইহা লক্ষ্য করিতে ব্যার্থ হন যে, ভিকটিম পি.ডব্লিউ-১ এর জবানবন্দি পি.ডব্লিউ-২ কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে। পি.ডব্লিউ ২ একই বাড়ীর বাসিন্দা এবং ঘটনার সময় তিনি ঘটনা স্হলের উত্তর পার্শের একটি গৃহে অবস্হান করেছিলেন এবং আসামী কতৃক ঘটনার দিনসহ বিভিন্ন সময়ে তাহাদের বাড়ীতে আসিয়া ভিকটিমের সহিত মেলামেশা করা এবং আসামী কতৃক ভিকটিমকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করা এসকল বিষয়ে তিনি প্রত্যক্ষ স্বাক্ষী। পি.ডব্লিউ -২ বলেন ‘আসামী আমার মেয়েকে নষ্ট করেছে। আসামীকে নিষেধ করা সত্বেও সে তার মেয়েকে নষ্ট করেছে। তাকে ধর্ষণ করেছে’। বিজ্ঞ আইনজীবি ইহাও নিবেদন করেন

যে, পি. ডব্লিউ-১ কে অবিশ্বাস করার কোন কারন নাই। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, বিজ্ঞ বিচারক একমাত্র পি.ডব্লিউ-১ এর জবানবন্দির উপর ভিত্তি করেই আসামীকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯(১) ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে দন্ড দেওয়ার মত পর্যাপ্ত প্রমান নথীতে রয়েছে। কিন্তু তিনি সেগুলো আইনানুগভাবে মূল্যায়ন করিতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে 'আপোষ অযোগ্য' এই মামলায় কথিত আপোষের বিষয়টিকে প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় উহাকে প্রাধান্য দিয়ে তর্কিত রায় ও আদেশ প্রদান করেন। বিজ্ঞ আইনজীবী ইহাও নিবেদন করেন যে, আনিত অভিযোগ আপোষযোগ্য ছিলনা। তথাপিও ট্রাইবুনালের বিজ্ঞ বিচারক আপোষের বিষয়টি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারনা করেন এবং তর্কিত রায় ও আদেশ প্রদান করেন। [ফলে, ধর্ষনের শিকার অভিযোগকারীনী উক্ত তর্কিত রায় ও আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্দ হইয়া অত্র মামলা দায়ের করেন। এই মামলায় আলোকে এটাই প্রমান হয় যে, ভদ্রবেশি আসামী অভিযোগকারীকে ধর্ষণের পূর্বে নানা কথায় প্রলুব্দ করে এবং প্রতারণামূলকভাবে বিবাহের আশ্বাস দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করে। বাদীর দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে কিভাবে বিবাহের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রদানক্রমে মাদ্রাসার শিক্ষার্থী এই আসামী ভিকটিমের পরিবারের মৌন সম্মতি আদায়ক্রমে তাকে পর্যায়ক্রমে ধর্ষণের করে, যাহা অভিযোগের বর্ণনায় এবং সাক্ষ্য ও জবানবন্দিতে সুস্পষ্টভাবে উঠে আসে। তিনি আরো নিবেদন করেন যে, ঘটনাটি এতদূর গড়ায় যে, ভিকটিম গর্ভধারিণী একটি সন্তান প্রসব করে তার পরেও ভদ্রবেশী ধর্ষণকারী এবং তার প্রবাসী পিতার অর্থ বৃত্তের প্রভাবের কাছে পরাজিত না হয়ে আদালতে ন্যায় বিচারের আশায় ধর্ণা দিয়েও ন্যায় বিচার থেকে বঞ্চিত হন। এই মামলায় যথাযথ ন্যায় বিচার না পেলে কেবলমাত্র ভিকটিম নয়, তা এইরুপ অনেক অপরাধীর আশ্রয় ও প্রশ্রয়ের কারণ হবে। বিচারহীনতার কারণ হবে। সমাজের জন্য ক্ষতির কারণ হবে।] তিনি আরো নিবেদন করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজে ডিএনএ পরীক্ষার আবেদন করেন এবং তার পক্ষে একটি রিপোর্টও হাসিল করেন। উহার বিরুদ্ধে ভিকটিম নারাজি দিলে যথাযথ কারন থাকায় ট্রাইবুনাল উহা প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর অভিযুক্ত ব্যক্তি পুনরায় ডিএনএ পরীক্ষার আবেদন করেন এবং আদালতের অনুমোদনক্রমে পুনরায় 'বাদীর গর্ভজাত শিশুটির' ডিএনএ পরীক্ষা করেন এবং এবারেও ডিএনএ পরীক্ষার ফলাফল

তার পক্ষে হাসিল করেন। কিন্তু আসামীপক্ষ উহা প্রমান করার জন্য উক্ত রিপোর্টি প্রস্তুতকারীকে আদালতে হাজির করার জন্য কোন আবেদন করেন নাই বা রিপোর্টটি প্রমানের কোন ব্যবস্হা গ্রহণ করেন নাই। ফলে, কথিত রিপোর্টটি বা ফলাফলটি অত্র মামলায় অপ্রমাণিত থেকে যায় এবংং প্রমাণ হিসাবে গণ্য করার বা বিবেচনা করার কোন আইনগত অনুমোদন বা এখতিয়ার ট্রাইবুনালের নাই। অধিকন্তু, উক্ত রিপোর্টটি প্রমাণ করার একছত্র দায়িত্ব অভিযুক্তের, কারণ ইহা অভিযুক্তের অভিপ্রায় বা স্বার্থ যে, আদালত ইহা বিশ্বাস করুক যে, বাদীর গর্ভজাত সন্তান অভিযুক্তকারীর নয়। অধিকান্ত উক্ত রিপোর্টটি প্রমান করার ক্ষেত্রে অভিযুক্তের অনিহা এই অনুমান প্রতিষ্ঠা করে যে, উহা প্রমান হিসাবে উপস্হিত হলে ইহা অভিযুক্তের বিরুদ্ধেই যাইত। সাক্ষ্য আইনের ১৩৪ ধারার উল্লেখ পূর্বক তিনি নিবেদন করেন যে, অত্র রুলের মেরিট রয়েছে। যদিও এই ক্ষেত্রে ডিএনএ পরীক্ষা একটি প্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য হতে পারে, তবে এই মামলায় কোন ডিএনএ পরীক্ষা প্রমানিত হয় নাই। অর্থাৎ পি.ডব্লিউ- ১ জবানবন্দি খন্ডন করার বা তর্কিত করার মত কোন সাক্ষ্য আসামী পক্ষে উপস্হাপিত হয় নাই। বিজ্ঞ আইনজীবি উপসংহারে নিবেদন করেন যে, আদালতে রক্ষিত সাক্ষ্য প্রমানাদি এই মামলায় সন্দেহাতীতভাবে আসামীর দোষ প্রমান করে এবং ন্যায় বিচারের স্বার্থে রুলটি চুড়ান্ত করে তর্কিত রায় ও আদেশ রদ ও রহিত করে ন্যায় বিচারের স্বার্থে আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করে রায় ও শাস্তি প্রদানে প্রার্থনা করেন।

৯। অপর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী জনাব মোঃ আক্তার হোসেন, অভিযুক্ত-প্রতিপক্ষ নং-১ এর পক্ষে উপস্হিত আছেন। তিনি নিবেদন করেন যে, ঘটনার কোন চাক্ষুশ সাক্ষ্য নাই। তিনি দাবী করেন যে, যে সকল স্বাক্ষ্য-প্রমান আদালতের সামনে রয়েছে, তথা পি.ডব্লিউ-১ থেকে পি.ডব্লিউ-৪ এর জবানবন্দিগুলি, সন্দেহাতীতভাবে ধর্ষণের ঘটনাটি প্রমাণ করেনা। তিনি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেন এই বিষয়ের উপার যে, ভিকটিম কর্তৃক প্রথম ডিএনএ টেস্ট প্রত্যাখ্যান করা হলেও দ্বিতীয় ডিএনএ টেস্টের বেলায় ভিকটিম কোন নারাজি দেননি। উক্ত ডিএনএ টেষ্ট রিপোর্টে গর্ভজাত শিশুটির পিতা এই অভিযোগকারী নয় মর্মে উল্লেখ আছে। ফলে, তিনি এইভাবে উপসংহার টানেন যে, মামলাটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত না হওয়ায় ট্রাইবুনাল বিচারিক আদালত যথাযথভাবে উহা খারিজ করে আসামীকে উক্ত

অভিযোগ থেকে অব্যহতিদান করেন। ফলে, অত্র রুলের কোন মেরিট নাই এবং উহা খারিজ হবে মর্মে তিনি আবেদন করেন।

১০। আমরা উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের বক্তব্য শুনলাম এবং নথিপত্রসহ নিম্ন আদালতের প্রদত্ত রায়ও আদেশ পর্যালোচনা করে দেখলাম।

১১। আমরা প্রথমেই এটা সাব্যস্ত করতে চাই যে, একটি এক্সপার্ট রিপোর্ট, তথা ডিএনএ টেষ্ট রিপোর্টটি প্রশাসনের দায়ভার (burden of proof) কার উপর বর্তায়। এই মামলায় কোন পক্ষ থেকেই ডি.এন.এ টেষ্ট রিপোর্টটি প্রমাণিত না হলে রায়টি বিবাদীর বিপক্ষে যাবে। ফলে, স্বাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এর ১০২ ধারা মোতাবেক কথিত ডি.এন.এ. রিপোর্ট প্রমাণের দায়-ভার ছিল বিবাদীর উপর। যাহা বিবাদী পরিপালন (discharg) করতে ব্যার্থ। কথিত রিপোর্টটি যিনি দিয়েছেন তাকে স্বাক্ষী হিসেবে হাজির করা হয় নাই। ফলে, এই রিপোর্টটি অপ্রানিত থেকে যায় এবং উহা আইনতঃ প্রমাণ হিসেবে গ্রহনযোগ্য নয়। এইরুপ ক্ষেত্রে ভিকটিম নারাজী দিয়েছেন কি দেন নাই। উহা একটা অবান্তর ও অপ্রসংগিক প্রশ্ন। কারণ, না'রাজী দরখাস্ত দেয়া বা না দেয়ার কারণে উহা প্রমাণের দায়-ভার হতে বিবাদী মুক্ত নন। বরং উহা প্রমান করিতে তিনি ব্যার্থ হন। এমনকি, ঐ রিপোর্টটির উপর নির্ভর করে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারায় তিনি নিজেকে নির্দোষ প্রমানের জন্য বা আত্মপক্ষ সমর্থনে কোন পদক্ষেপ নেন নাই।

১২। বিশেষজ্ঞ রিপোর্ট তখনি প্রমান হিসাবে গৃহীত হবে যখন তিনি আদালতে হাজির হয়ে উহার বিষয় বস্তু এবং উহাতে প্রদত্ত স্বাক্ষর প্রমান করবেন এবং জেরার জন্য হাজির থাকিবেন। 'বিশেষজ্ঞ' ব্যক্তির রিপোর্ট তার অনুপস্থিতিতেও সর্বাবস্থায় গ্রহণ করতে হবে আইনের এইরুপ ব্যাখ্যা একটি বিকৃত ব্যাখ্যা, যা স্বাক্ষ্য আইনের উদ্দেশ্য ও বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। কেবলমাত্র উপযুক্ত ক্ষেত্রে আদালতের যথার্থ বিবেচনায় এইরুপ রিপোর্ট একটি corroborate evidence হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু এই মামলার ঘটনা ও তর্কিত বিষয়ের অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ এর সুযোগ রয়েছে বিধায় সেই সুযোগ এই আসামীকে দেয়া যাবে না।

১৩। এটি যেমন সঠিক যে, ধর্ষণ মামলায় ভিকটিম ব্যতীত অপরাপর প্রত্যক্ষ স্বাক্ষ্য-প্রমাণ এই ধরনের মামলায় প্রত্যাশা করা যায় না, তদরুপ এই ধরনের

মামলায় দোষীসাব্যস্ত করাও কঠিন। ফলে, ভিকটিমের সাক্ষ্যের গুণগতমান এবং নির্ভরযোগ্যতার বিষয়টি বেশ গ্রুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে স্বাক্ষ্য আইনের ১৩৪ ধারা উদ্ধৃত করা প্রাসঙ্গিক। স্বাক্ষ্য আইনের ১৩৪ ধারা অনুযায়ী পিডব্লিউ-১ এর এক জবানবন্দী বিশ্বাসযোগ্য হলে তার ভিত্তিতেই দোষী সাব্যস্ত করা যায় এবং শাস্তি প্রদান করা যায়।

১৪। যাহোক, নিম্ন আদালতের নথীতে রক্ষীত স্বাক্ষ-প্রমান পর্যালোচনা করে আমরা দেখিতে পাই যে, ১-৪ সাক্ষীর জবানবন্দী দ্বারা আসামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

১৫। ১নং সাক্ষী এই মামলার ভিকটিম, নাজমা আক্তার, অত্যান্ত সাবলীলভাবে আসামীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ প্রমাণ করে জবানবন্দি দিয়াছেন। এটি প্রমাণের দায়-ভার (burden of proof) তার উপর ছিল, যাহা স্বাক্ষ্য আইনের ১০১ ধারার ব্যাখ্যা (ক) থেকে বোধগম্য। তিনি রাষ্ট্র পক্ষের ১নং সাক্ষী হিসাবে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন- আষাঢ় মাসের ১৮ তারিখে শনিবার রাত নয়টার সময় ঘটনা। আসামী আমার বাড়ীতে আসা যাওয়া করছে এবং বাচ্চা জন্ম দিয়েছে। আমাকে নষ্ট করতে চেয়েছে। আমাকে বিবাহ করতে চেয়েছে। আমাকে বিয়ের প্রলোভন দিয়ে নিয়ে যায়, গাড়ীর রাস্তার নিচে আমাকে মেরে ফেলতে চায়। এই মামলা আমি করছি। উহা আমার এজাহার প্রদশর্নী-১, উহাতে আমার স্বাক্ষর ১(ক)(খ)(গ) হিসাবে চিহ্নিত করা হলো।''

১৬। তদরুপ, পি.ডব্লিউ- ২, ভিকটিমের পিতা রফিকুল তার জবান বন্দীতে উল্লেখ করেন যে, ''আসামী আমার মেয়েকে নষ্ট করেছে। আসামীকে নিষেধ দেওয়া সত্বেও তার মেয়েকে নষ্ট করেছে। তাকে ধর্ষণ করেছে।'' পি.ডব্লি- ৩ মদিলা খাতুন, তিনি ঘটনাস্হল প্রমান করেছেন এবং ভিকটিমের সাথে আসামীর দৈহিক সর্ম্পকের কারণে সন্তান হয়েছে তা প্রমান করেছে। তাহারা উভয়ে পি.ডব্লিউ-১কে সমর্থন করেন।

১৭। অপর পক্ষে জেরার সময় আসামীর পক্ষে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয় যে, ডিএনএ টেস্ট রিপোর্ট অনুযায়ী ভূমিষ্ট সন্তান আসামীর নয়। কথিত ডিএনএ টেস্ট যে অপ্রমানিত এবং ইহার কোন স্বাক্ষগত মূল্য নাই, তা আমরা উপরে আলোচনা করেছি। ইহাছাড়া, আসামী ৩৪২ ধারায় নিজেকে নিদ্যেষ প্রমাণের জন্য কোন পদক্ষেপ নেন নাই বা কোন সাফাই স্বাক্ষী দিয়ে ডিএনএ রিপোর্টটি প্রমান

করার কোন উদ্যোগ নেন নাই, স্বাক্ষ্য আইনের ১০২ ধারার বিধান অনুযায়ী যার দায়-ভার ছিল। একছত্রভাবে আসামীর উপর এবং উহা প্রমাণ থেকে বিরত থাকায় স্বাক্ষ্য আইনের ১১৪ (জি) ধারার অনুমান (presumption) আসামীর বিপক্ষে যায়। ইহাছাড়া, আসামী পক্ষ কর্তৃক স্থানীয় বিরোধটি নিষ্পত্তি করার গ্রহণের উদ্যোগও একটা পারিপার্শিক স্বাক্ষ্য, যা বাদীর মামলাকে মজবুত করে।

১৮। এতদ্ব্যাতীত, বাদীর পিতা-মাতা তথা পি.ডব্লিউ-২ এবং পি.ডব্লিউ-৩ জবানবন্দী লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তাদের স্বাক্ষ্য বা জবানবন্দীর মূল ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত এবং ঐ ঘটনার ধারাবাহিকতার একটি অংশ। ফলে, তাহাদের জবানবন্দী স্বাক্ষ্য আইনের ০৬ ধারার বিধান অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক ও বিবেচ্য বটে।

১৯। ট্রাইবুনালে উপাস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমাণ স্বতন্ত্রভাবে মূল্যায়ন করা হলো। এ থেকে দেখা যায় যে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়েছে। ট্রাইবুনালের বিচারক প্রযোজ্য আইনের মানদন্ডের আলোকে এই মামলায় উপস্থিত সাক্ষ্য প্রমানের মূল্যায়নে মারাত্মক ভুল করেছেন এবং তদহেতু ভুল রায় দিয়েছেন এবং ভুল আদেশ দিয়েছেন, যা' রদ ও রহিত হইবে।

২০। উল্লেখ্য, যে বিশেষ আইনে আপীলের বিধান থাকা সত্বেও বিশেষ তামাদির কারণে একজন দোষীসাব্যস্ত ব্যক্তি আপীল করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারায় যে সকল মামলা করেন সে সকল মামলার, ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারায় হাইকোর্ট মূলতঃ স্বাক্ষ্য-প্রমাণ মূল্যায়ন এবং আইনগত দিক সমূহ, তথা ঘটনাগত এবং আইনগত উভয় বিষয়, বিবেচনায় আনেন এবং কার্যতঃ আপীল আদালতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ফলে, আপীলের বিকল্প হিসেবে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারায় দায়েরকৃত এইরুপ মামলার ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ নিজস্ব মতামত ব্যাক্ত করতে পারেন (substitute the trial court opinion by it's own), যা' ৫৬১এ ধারায় দায়েরকৃত অন্যান্য মামলাতে করা যায় না।

২১। বরং, এক্ষেত্রে Boni judicis est ampliare jurisdiction' এই নীতি প্রযোজ্য হবে। কারণ, আদালতের বিচার প্রক্রিয়া কোন যান্ত্রিক প্রক্রিয়া নয়। ন্যায় বিচার কায়েম করা বিচার ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।

২২। "Boni judicis est ampliare jurisdictionem," এই মূলনীতির বক্তব্য হলো, 'It is the part of a good Judge to enlarge his jurisdiction, i.e. remedial authority'.

২৩। এ ছাড়া, ৫৬১ এ ধারার প্রারম্ভে 'Nothing in this Code shall be deemed to limit or effect the inherent power of the High Court Division' এই শব্দগুচ্ছ সুস্পষ্টই প্রতিষ্ঠিত করে যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে যে কোন রায় বা আদেশ প্রদান করার প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির আপীল এবং রিভিশনের বিধান সহ অন্যত্র বিধৃত বিধান সমূহ আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে কোনভাবে খর্ব বা সীমিত বা বিঘ্নিত করবেনা। সেই অর্থে আপিল আদালতের সামগ্রীক ক্ষমতাসহ ন্যায় বিচার কায়েমের জন্য যথাযথ রায় ও আদেশ প্রদানের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের রয়েছে। তবে, একই সময়ে সমান্তরাল বা বিকল্প এখতিয়ারের বিদ্যমান থাকাকালে ৫৬১এ ধারার আশ্রয় গ্রহনের সুযোগ থাকে না।]

২৪। **অতএব, আমাদের সুচিন্তিত মতামত এই যে, ৫৬১এ ধারায় 'no evidence' হেতুতে যেভাবে একটি রায় রদ ও রহিত করা যায়, তদরুপ 'adequate evidence' এই হেতুতে এবং 'to secure the ends of justice' এই লক্ষ্যে খালাস প্রাপ্ত আসামীকে দোষী সাব্যস্তক্রমে দন্ডারোপ করে তাকে শাস্তি প্রদান করা যায়। তবে, এক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৬১এ ধারা এবং খালাশের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল বা 'appeal from an order of acquital' এর বিধান, তথা ৪২৩ ধারা এর উপধারায় (১) এর দফা (ক) অনুসরণীয় হইবে। অর্থাৎ, ৫৬১এ তৎসহ ৪২৩ (১) ধারাটি পঠিত হইবে।**

২৫। এই মামলাটি পূনঃ বিচারের জন্য নিম্ন আদালতে প্রেরণের কোন কারণ নেই, যেহেতু নথিতে রক্ষিত স্বাক্ষ্য প্রমান আইনানুগ সিদ্ধান্তে আসার জন্য পর্যাপ্ত। ইহাছাড়া, ২০০৬ সালে দায়েরকৃত মামলাটি বিলম্বিত না করে আসামীর সংঘঠিত অপরাধের আলোক তার শাস্তি নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

২৬। উপরোক্ত বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনার আলোকে আমরা অত্র রুলের মেরিট রয়েছে বলে সাব্যস্ত করিলাম এবং রুলটি এবসোলিউট করে যথাযথ রায় ও আদেশ প্রদান হওয়া বাঞ্চনীয়।

আদেশ হলো যে,

এই রুলটি এবসুলুট করা হলো।

হবিগঞ্জের বিজ্ঞ নারী-ও-শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইবুনাল নং ২ কর্তৃক নারী-ও-শিশু নির্যাতন দমন মামলা নং ১৩৩১/২০১৮, চুনারঘাট পুলিশ স্টেশন মামলা নং ১৬, তারিখ ২১.০৭.২০০৬, করেস্পন্ডিং জি.আর. নং ১৬৪/২০০৬, নারী-ও-শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ (২০০৩ সংশোধিত) ৯(১) ধারা, ২০.০১.২০২১ তারিখের রায় রদ ও রহিত করা হলো।

১-৪ স্বাক্ষীর আলোকে অভিযুক্ত কাছুম আলীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হওয়ায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৯(১) ধারায় তাকে দোষীসাব্যস্ত করা হলো এবং তাকে সশ্রম যাবজীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করা হলো এবং অতিরিক্ত ১ লক্ষ টাকা অর্থ দন্ডে দন্ডিত করা হলো, যা' ভিকটিম প্রাপ্য হবে। অনাদায় ৬ মাস কারাভোগ করার জন্য আদেশ দেওয়া হলো এবং আসামীকে সংশ্লিষ্ট ট্রাইবুনালে আত্মসমার্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো।

আরো আদেশ হয় যে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১৩ ধারা মোতাবেক ধর্ষিতার আজীবন ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্ব ধর্ষকের উপর বর্তাবে।

তাদের সন্তানের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব ব্যায় রাষ্ট্র বহন করিবে বিধায় ১৩(১)(গ) ধারায় বিধান কার্য্যকর করার নিমিত্তে এই রায় ও আদেশের একটি অনুলিপি, সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রেরণ করা হোক। তিনি এই বিষয়ে ১৩(২) ধারায় প্রদেয় অর্থের পরিমান নির্ধারণ করিবেন এবং সেটি প্রদানের যথাযত নির্দেশ দিবেন ও তা' বাস্তবায়নে যথাযত পদক্ষেপ নিবেন। প্রয়োজনে তিনি অত্র আদালতের সাহায্য নিবেন।

ঐ সন্তানটি তার মায়ের নিকট বা মাতৃকুলের আত্মীয়ের নিকট থাকতে পারে।

অত্র আদেশের অনুলিপিসহ নিম্ন আদালতের নথি অতিসত্বর সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরন করা হোক।

অপর অনুলিপি সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক বরাবরে প্রেরণ করা হোক।

বিচারপতি ফাহমিদা কাদের।

আমি একমত।